সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতার গুরুত্ব

উপস্থাপনায়ঃ
শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
তোপখানা, সিলেট
মোবাইলঃ ০১৭৭৭-৪০০-৯৫৯
ই-মেইলঃ ashaheen11921@gmail.com
uddsylhet@yahoo.com

Content: Collected

সুশাসনের প্রেক্ষাপট

- ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের ব্যর্থতার ফলে ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সুশাসনের ধারণাটি উদ্ভব হয়।
- এটি বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন নামে পরিচিত।
- ‘সুশাসন’ একটি অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা।
- আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ‘সুশাসন’ শব্দটি ব্যাপকভাবে আলচিত হয়।
- আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৯৫ সালে।
- ADB এবং ১৯৯৮ সালে IDA সুশাসনের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
- সকল জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধনই এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সুশাসন বলতে কি বুঝায়

- ‘সু’ উপসর্গযোগে ‘সুশাসন’ শব্দটি গঠিত হয়েছে।
- ‘সু’ অর্থ হলো ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সুন্দর, মধুর, শুভ ইত্যাদি।
- আর ‘সুশাসন’ হলো ন্যায়নীতি অনুসারে উত্তমরূপে সুষ্ঠুভাবে ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ বা রাষ্ট্র শাসন।
- সুশাসন হলো একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন।
- সময়ের প্রয়োজনে এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের ভিত্তিতে কোনো দেশের শাসন পদ্ধতির বিবর্তন হয়ে থাকে।

সুশাসন বলতে কি বুঝায়

- শাসিতের কাম্য শুধু শাসন নয়, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক শাসন- যাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি।
- কোনো দেশে সুশাসন আছে কিনা তা বোঝার জন্য প্রথমে দেখতে হবে সে দেশে শাসকের বা সরকারের জবাবদিহিতা আছে কি-না এবং
- গণতান্ত্রিক পরিবেশে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আছে কি-না।

সুশাসনের প্রধান উপাদানঃ

১। জবাবদিহিতা

২। স্বচ্ছতা

৩। আইনের শাসন

৪। একতা

৫। মানবাধিকারের প্রতি সম্মান

৬। স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা

৭। অংশগ্রহণ

৮। দূর্নীতির অপব্যবহার

সুশাসনের প্রধান উপাদানঃ

৯। তথ্য অধিকার

১০। প্রশাসনিক দক্ষতা

১১। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা: মেধাভিত্তিক সরকারী চাকুরী

১। জবাবদিহিতা

- শক্তিশালী জবাবদিহিতা উন্নয়নের উদ্দ্যশ্য অর্জনে সহযোগিতা করে।
- সুশাসনের মূল চাবিকাঠি।
- সম্পাদিত কর্ম সম্পর্কে একজন ব্যক্তির ব্যাখ্যাদানের বাধ্যবাধকতা।
- সরকারের যেমন জনগণের কাছে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে,
- তেমনি অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও জবাবদিহি করতে হবে
- জবাবদিহিতা না থাকলে সরকার স্বোচ্ছাচারী হতে পারে।
- সরকার স্বেচ্ছাচারী হলে সুশাসন থাকে না।
- প্রশাসনিক বা আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

১। জবাবদিহিতা...চলমান

- রাজনৈতিক জবাবদিহিতা যদি দুর্বল হয় তবে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক-উভয় খাতকে প্রভাবিত করে।
- দুর্নীতি কমানোর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২। স্বচ্ছতা

- যখন আইন এবং নীতি মেনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করা হয় তখন তাকে স্বচ্ছতা বলে।
- একটি স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে যারা প্রভাবিত হবে তারা স্বাধীনভাবে এবং সরাসরি সে সকল তথ্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করবে যেটি গণমাধ্যমে সহজেই প্রচার করা যাবে।
- স্বচ্ছতার স্তম্বগুলো হচ্ছে (১)তথ্য প্রবাহ, (২) তথ্য উন্মুক্তকরণ, (৩) ই-তথ্য সেবা প্রতিষ্ঠা, এবং (৪) দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ

বাংলাদেশে সুশাসনের অন্তরায়সমূহ

১. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাব

২. অংশগ্রহণের অভাব

৩. আইনের শাসনের অভাব

৪. বিকেন্দ্রীকরণের অভাব

৫. দুর্নীতি

৬. মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার

৭. আমলাতান্ত্রিকতা ও দুর্বল সুশীল সমাজ

৮. দারিদ্র্য ও নিম্নমানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায়

১. দূর্নীতি প্রতিরোধ

২. জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

৩. এনজিওদের ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি

৪. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ

৬. নারীর ক্ষমতায়ন

৭. রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

৮. রাজনৈতিক সদিচ্ছা

ধন্যবাদ